লোরকার নাটক

রত্নাংশু বর্গী

কলকাতা, পশ্চিমবাংলার থিয়েটারে লোরকা একেবারেই আসেন নি। ১৯৩৬ সালে আগস্ট মাসে গ্রানাদার শ্রেষ্ঠ সন্তান জনগণের কবি ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকাকে হত্যা করা হয়। ফ্যালানজিস্তদের যুদ্ধ শুধু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল যাবতীয় আলোকপ্রাপ্ত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধেও। তার ভাবধারা ছিল সর্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী। পপুলার ফ্রন্টের পতাকার তলায় স্পেনের সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী শক্তি জমায়েত হয়ে ১৯৩৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনের আফ্রিকীয় সেনাবাহিনী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের অনেক বুদ্ধিজীবী ও লেখক দেশত্যাগ করেন। কিন্তু লোরকা করেন নি। স্পেনে গণতন্ত্র হেরে যাওয়ার মুহূর্তে গ্রানাদার মাটি লোরকার রক্তে ভিজে যায়। লোরকার বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার লুইস বুনুয়েল অনুনয় করেছিলেন গ্রানাদায় না যেতে। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর আবির্ভাবের কয়েকদিন আগে লোরকা ঠিক করেছিলেন যে তিনি যেভাবেই হোক নিজের শহরে ফিরবেন। ফিরেওছিলেন। ভেবেছিলেন কবি কারও শত্রু নয়। তাঁর কোনো শত্রু নেই।

বুনুয়েলের মতো লোরকা ছিলেন আগুনের শিখা। সারাজীবনে যত মানুষ দেখেছেন তাঁদের মধ্যে লোরকাই সেরা। আবেগ, সংরাগ, যৌবন আর আনন্দের সম্মিলিত প্রতীক ছিলেন লোরকা। কবি পাবলো নেরুদা ভাবতেই পারেন নি, পৃথিবীতে এমন রাক্ষসও আছে যে শিশুর মতো আনন্দোচ্ছল এই কবিকে হত্যা করতে পারে। কেন তাঁকে হত্যা করেছিল ফ্যালানজিস্তরা? স্পেনেরই মানুষ বুনুয়েল বলেছেন, লোরকা খুন হয়েছে কারণ সে ছিল কবি। বুদ্ধিজীবীদের খুন করা ফ্যাসিস্তদের ধর্ম।

ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার জন্ম ১৮৯৮ সালে ফুয়েন্তে ভ্যাকেরোসে। তাঁর পরিবার ছিল সচ্ছল ও শিক্ষিত। বাবা ছিলেন এক সম্পন্ন কৃষক। পড়াশোনা করেন গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৮ সালে মাদ্রিদ যান। সেখানে বিখ্যাত লেখক ও জ্ঞানীগুণী মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হয়। লোরকার প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯২০ সালে। নাটকটি আগাগোড়া পদ্যে লেখা। ১৯৩০ সনে আমেরিকায় যান। সেখান থেকে কিউবা ভ্রমণ শেষ করে মাদ্রিদে আসেন। মঞ্চস্থ হয় তাঁর The Shoemaker's Prodigious Wife নাটকটি। নাটকটি অনেকের ভালো লাগে। ১৯৩৩এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি ভ্রাম্যমান নাটকের দল গড়ে তোলেন। মঞ্চস্থ হয় Blood Wedding আর Don Perlim plin। এবার আর্জেন্টিনা ভ্রমণ। আর্জেন্টিনায় সাড়া ফেলে দিলেন লোরকা। নিজের নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই চলল অন্যান্য ধ্রুপদী নাটকের মঞ্চায়ন। বুয়েনস এয়ারসে নাট্যকলা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেও লোরকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করেছে। ১৯৩৪এ মার্চ মাসে স্বদেশে ফিরে এলেন। দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এই সময় তাঁর Yerma নাটক মাদ্রিদে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৫ সনে নিউ ইয়র্কে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়—Blood Wedding আর পুতুল নাটক Retablillo de Don Cristobal। ঐ একই বছরে বার্সিলোনায় Dona Rosita-র প্রথম অভিনয়। এর কয়েক মাসের মধ্যেই থেমে যেতে হয়েছে লোরকাকে। ঘাতকের অস্ত্র স্তব্ধ করে দিয়েছে কবি ও নাট্যকার লোরকাকে। গ্রানাদার উপকণ্ঠে হারিয়ে গেছেন প্রতিভাবান এক শিল্পী। যিনি জীবনের তরতাজা মুহূর্তগুলিকে আমৃত্যু জীবন্তভাবে চিত্রিত করে গেছেন, মৃত্যু দিয়ে ঘেরা জীবননাট্যের গণনাতীত মুহূর্তকে অমর করে গেছেন কাব্যিক লাবণ্যের অমিত বিত্তে।

দু অঙ্কের নাটক The Shoemaker's Prodigious Wife। নাটকের নায়িকা তরুণী, বয়স মাত্র আঠারো। আর নায়ক পেশায় জুতোনির্মাতা, বয়স তিপ্পান্ন। অসমবয়সী দুই মানুষের প্রেম নাটকের বিষয়। প্রতিবেশীদের লাঞ্ছনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তরুণীর পতিপ্রেম আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তরুণীর রূপে মুগ্ধ পুরষের আগমন ঘটে পরপর। কিন্তু বধূটি অবিচল লক্ষ্যে নিজেকে স্থির রাখে। মুখরা স্বভাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রেম কানায় কানায় উছলে ওঠে যখন সে শোনে তার স্বামী তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেছে। দুঃখকাতর মুখে তার উৎকণ্ঠার কথা মেয়রকে জানায়। মেয়র তাকে শান্ত হতে বলে। মেয়রের যুক্তি সে তার স্বামীকে একটুও ভালোবাসত না। ভালোবাসা সম্ভবও নয় তার পক্ষে। এ কথায় বধূটির উত্তর : 'I did love him. I should say I loved him, How many good and rich suitors I had and I never said yes to them'। মেয়রকেও সে সরাসরি প্রত্যাখান করে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় সে মেয়রকে অথবা গ্রামের কাউকেই পছন্দ করে না। কর্তৃত্বের প্রতীক মেয়র। তাকে জেলে দেবার হুমকি দেয়।

প্রতিবেশীদের ওপর বড়ো বেশি নির্দয় সে। একমাত্র পাশের বাড়ির একটি বাচ্চা ছেলেকেই যেন সে আন্তরিকভাবে বালোবাসে। তার সঙ্গে মনপ্রাণ খুলে কথা বলে। মেয়রের কাছে এটা রীতিমত অবাক করা কাণ্ড। মেয়রের হতাশা এই সংলাপে ধরা পড়ে : 'That precocious unnatural child is the only person is the village you treat well'। কিছুদিন পরে জুতোনির্মাতা ফেরে ছদ্মবেশে। এখন তার স্বামী ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জের মানুষ। পুতুলনাচ দেখিয়ে বেড়ানো তার জীবিকা। তরুণী বধূ চিনতে পারে না স্বামীকে। পালা শোনায় স্ত্রীকে। পরম উৎসাহে শোনে চলমান, জীবন্ত এক বৃত্তান্ত—একজন দরিদ্র শান্তশিষ্ট স্বামী আর তার স্বাস্থোজ্জ্বল স্ত্রীর কাহিনী। কাহিনী শোনাতে শোনাতে নায়ক লক্ষ করে বিভিন্ন সময়ে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পারে তার স্ত্রী খুবই ভালো। অবিশ্বাসী নয়। তাকে পূজো করে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। নাটকের প্রথমে জুতোনির্মাতাকে বলতে হয়েছিল 'My home is not a home, it's a mad house'। স্ত্রীর হাতে বানানো খাবার ফেলে রেখে চুপিসাড়ে ঘর ছেড়েছিল সে। আজ এই মুহূর্তে একেবারে অভিভূত স্ত্রীর ব্যবহারে। সে বলছে : 'Wife of my heart...House of my happiness'। আর নাটকের নায়িকা? সেও আজ একা নয়। অসৎ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তার পাশে তার স্বামী : 'There are two

of us now to defend my house'। নাটকের ভূমিকায় দর্শকদের সামনে এসেছেন লেখক। জানিয়ে দিয়েছেন : 'The audience should not be surprised if she appears violent or takes bitter attitudes because she is ever fighting, fighting with the reality which encircles her and with fantasy when it becomes visible reality'। কবিতার সঙ্গে পুতুলের, অশালীন মন্তব্যের সঙ্গে সুমার্জিত সংলাপের মিশ্রণ ঘটেছে এই নাটকে। স্পেনের মহান ঔপন্যাসিক সার্ভেন্টিসের লেখায়ও এ ধরনের কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলে— তরুণীর সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ। কিন্তু সেখানেও কাহিনী এত বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে নি, এত বেশি হয়ে ওঠে নি যেমনভাবে লৌকিক সুষমায় শিল্পিত হয়ে উঠেছে লোরকার নাটকের আঠারো বছরের নায়িকা জুতোনির্মাতার এই সংগ্রামী প্রেমিকা।

তিন অঙ্কের ছয় দৃশ্যের নাটক Yerma। মেষপালিকার মেয়ে ইয়েরমা। স্বামীর নাম জুয়ান। জুয়ানকে গভীরভাবে ভালোবাসে। কাছে পেতে চায়। কিন্তু জুয়ান সদাব্যস্ত। তার কাজ আর শেষ হয় না। দিনরাত সে মাঠে পড়ে থাকে। জুয়ান রোগা হয়ে যাচ্ছে। ইয়েরমার তাই নিয়ে ভাবনা। জুয়ানের সেই সৌন্দর্য কোথায় গেল! ইয়েরমার শঙ্কা বাড়ছে। ভালোবাসে বলেই ইয়েরমা ভয় পাচ্ছে। সে সেবা করতে চায়। মমতা, যত্ন, আন্তরিকতা দিয়ে তার স্বামীকে পরিচর্যা করতে চায়। কিন্তু জুয়ান কেমন কঠিন, নির্দয়। হৃদয়হীন। জুয়ান সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে। তার মতে এসব দরকার নেই। সে সুস্থই আছে।

চব্বিশ মাস তাদের বিয়ে হয়েছে। ইয়েরমার সমবয়সী যারা, একই সঙ্গে যাদের বিয়ে হয়েছিল এখন তারা সবাই জননী। তার বাচ্চা নেই। জুয়ান যেন খুশি। ইয়েরমা দুঃখী, খুবই বিষণ্ণ। কেননা তার কাছে জীবনের সত্য সন্তানধারণ আর সন্তানপালনের সত্য একাকার। তার বক্তব্য : 'Men get other things out of life: Their cattle, trees, conversation, but women have only their children and the care of their childeren'। পরের দৃশ্যে কৃষকবধু ইয়েরমা বলেছে : 'A farm woman who bears no dhildern is useless - like a handful of thorns'। তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে ইয়েরমা চেয়েছে শান্তিতে ঘুমোনোর জন্য ছেলেকে নিজের কোলে আঁকড়ে রাখতে। ইয়েরমা বলেছে যদি সে জানতেও পারে তার ছেলে পরে তার মাকে মারধোর করবে, চুলের মুটি ধরে রাস্তায় নায়িে দেবে তবু সে তার জন্ম দিয়ে খুশি হতে চাইবে। বছরের পর বছর বুকের মধ্যে প্রেতের মতো একজনকে নিয়ে বসে থাকার চেয়ে একজন জীবিত মানুষের জন্য কাঁদা অনেক ভালো। পরে সে তাকে মেরে ফেললেও। সন্তানের কামনায় ইয়েরমার ব্যাকুলতা উন্মাদনার পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু জুয়ান তার এই বেদনায় শরিক নয়।

জুয়ান মনে করেন তাদের কোনো বাচ্চা নেই বলেই তাদের জীবন এত বেশি সুন্দর। সে নিজেও সুখী। সন্তানদের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ইয়েরমা জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। আর নাটক যত অন্তিম মুহূর্তের দিকে এগোয় যত বেশি করে আমরা জুয়ানকে দেখি প্রেমহীন যৌবনহীন আবেগহীন হৃদয়হীন এক মানুষ অস্তিত্বে পরিণত হতে। নাটকের শেষ দৃশ্যে ইয়েরমাকে জুয়ান বলে : 'In the moonlight you are beautiful'। ইয়েরমা জুয়ানের ক্লেদঘন চাটুবাক্যে বিচলিত হয় না। উত্তর দেয় : 'You want me as you sometimes want a pigeon to eat'। একদিন ইয়েরমা জানত সে জননী হবে। সে গান গাইত, গান গাইতে গাইতে তার কল্পনারঙিন মন স্বপ্ন দেখত ছেলের সঙ্গে কথা বলত, তাকে জিগ্যেস করত 'When, boy, when will you come to me?' তার গলায় আবেগের দীপ্তি, ঝরে পড়ত আনন্দের অশ্রু : বাছা, আমি তোমারই জন্য ছিঁড়ে যাব ভেঙে যাব, কত যন্ত্রণা সইছে আমাদের পেট, এখানেই তুমি দোলনা চড়বে প্রথম, কখন, বাছা আসবে আমার কোলে? জুয়ান ইয়েরমার চুম্বন কামনা করে এই মুহূর্তে, কিন্তু ইয়েরমা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। শ্বাসরোধ করে জুয়ানকে হত্যা করে। তীব্র ভালোবাসার পাত্র আজ তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত!

তৃষ্ণার্ত এক মানবীর কণ্ঠস্বর : 'My body dri for ever!' ইয়েরমা জেনে গেছে আর কখনও সে নিজের রক্তে অনুভব করবে না কোন শিহরণ। তার ছেলে কখনও তাকে রাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে চমকে দেবে না। সে জেনে গেছে জুয়ানকেই নয় সে হত্যা করেছে তার ছেলেকে। নিজের হাতে তার ছেলেকে খুন করেছে। জীবনের আর মৃত্যুর চিরসংঘাতের প্রতিচ্ছবি লোরকার এই নাটকটি। এখানেও দেখি পতিনিষ্ঠা। ইয়েরমাকে একজন বৃদ্ধা জুয়ানকে ছেড়ে চলে আসতে বলে। জুয়ান তাকে সন্তান দিতে পারবে না কখনও। বৃদ্ধার স্থির বিশ্বাস তার ঘরে গেলে ইয়েরমা সুখী হবে। তার এক ছেলে বিয়ে করে নি এখনও। তার জন্য পাত্রী চাই। ছেলেটি খুব শক্ত সমর্থ। গীর্জার পিছনে সে অপেক্ষা করছে। ইয়েরমাকে রাজী হতে অনুরোধ করে। কিন্তু ইয়েরমা অনড়। তার ছেলে জুয়ানকে রুখতেও পারবে ভালোমতো। পাড়াপড়শী কী বলবে ওসব ভাবার দরকার নেই। কিন্তু ইয়েরমা জানে তার সমাজে তার সম্মান আছে। সে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। বৃদ্ধাকে সরাসরি সে প্রত্যাখ্যান করে। জুযান, জুয়ানই তার স্বামী। সে অন্য কারো সঙ্গী হতে কোনোভাবে প্রস্তুত নয়।

এই বৃদ্ধা প্রবল বাস্তববাদী। সংস্কারের বাঁধনে নিজেকে বন্দী রাখে নি। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। প্রথম অঙ্কে বৃদ্ধার গলায় যে কথা শুনেছি : 'I've never liked god, When will people realize he doesn't exist?' 'Men are the one who'll have to help you'। নতুন সঙ্গী নির্বাচনের সুলভ সুযোগ নষ্ট ক'রে জুয়ানের প্রতি তার নিষ্ঠার প্রমাণ দেয়। কিন্তু যখন সে হত্যা করে জুয়ানকে তখন তার মধ্যে এক ধরনের অন্ধশক্তিকে প্রত্যক্ষ করি আমরা। এই শক্তিই ভালোবাসাকে দুর্বার আর ঘৃণাকে সুতীক্ষ্ণ করে তোলে। রক্ষ, কঠিন লোকজীবনের সংস্কার বহমান ঐতিহ্যের শরিক লোরকার এই নাটকের অন্তিম ক্ষণটি দুলতে থাকে তীব্র বিষাদের সুরে। উর্বরতা আর বন্ধ্যাত্ব, জীবন আর মৃত্যুর সংঘাতের পটভূমিকায় Yerme হয়ে ওঠে এক অসামান্য দৃশ্যকাব্য।

The Love of Don Perlim plin and Belisa in the Garden লোরকার একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নাটকটি সম্পর্কে ফ্রান্সিসকো গার্সিয়া লোরকা বলেছেন : 'Perlim plin is a new version of the Shoem aker's Prodigious Wife. Again there is an old man married to a vital young woman, But now the theme is not only the conflict of fantasy and reality but love is viewed as the confict of the flesh and spirit, with the soul triumphant over the body through sacrifice and death'. নায়ক ডনের স্বেচ্ছামৃত্যু

দর্শকদের চকিতবিহ্বল চাহনির মধ্যে নাটকটিকে মহৎ বিয়োগান্তক রচনায় উন্নীত করে তোলে।

বেলিসাকে ভালোবেসেছিল ডন। ভালোবেসেছিল হৃদয় মন দিয়ে তার সৌন্দর্যকে। বেলিসার যৌবনকে। শুভ্র, নরম শরীর, শরীরের কম্পনকে। বেলিসার মনটাকে ছুঁতে চায় নি সে। কিন্তু বেলিসার মধ্যে অন্য এক পুরুষের ছবি ছিল। বারান্দায় ঘুরে বেড়াত লাল সোয়েটার গায়ে সেই মানুষটি। বেলিসার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সেই পুরুষের কামনায়। কিন্তু পুরুষটি যেন মরীচিকা, কেবলই সরে সরে যেত। তার মুখও কখনও দেখতে পায় নি সে। আসলে বেলিসা জানত না ডনেরই প্রতিচ্ছায়া ঘুরে বেড়াত। যেদিন বাগানে ধারালো অস্ত্রে নিজেকেই নিজে আঘাত করেছে আর বেলিসাকে জানিয়েছে ডনই তাকে হত্যা করেছে সেদিনই ধরা পড়েছে তার প্রেমিকের লুকোচুরি খেলা, সেদিনই ধরা পড়েছে ডনের দুটি অস্তিত্বের চলাফেরা। দুভাবে নিজেকে সাজিয়েছেন ডন। শেষ নিশ্বাস ছেড়ে দেবার সময় ডন জানিয়ে গেছে : 'I am my soul and you are your body. Allow me this last moment, since you have loved me so much, to die embracing it.' বেলিসা রঙিন, ঝলমলে নারী। শেষ মুহূর্তের ভালোবাসা অকৃপণ হয়ে উঠল তার। শান্তি পেল ডন। কিন্তু রহস্যের কুয়াশা তখনও পুরো ছিন্ন হয় নি বেলিসার কাছে। তখনও সে খুঁজছে তাকে, তার আকাঙ্ক্ষিত তরুণ মানুষটিকে, যার গায়ে লাল সোয়েটার। কিন্তু কোথায় সে? ডন কোনো উত্তর দেয় না। কিন্তু আমরা জেনে যাই একই সঙ্গে দুটি সত্তার প্রতীক ডন। ডনের বার্ধক্যকে বেলিসা দেখেছে, কিন্তু ভিতরের যৌবনকে চিনতে পারে নি। সমালোচক ফ্রান্সিসকো গারসিয়া লোরকা সঙ্গত কারণেই ডনকে লোরকাসৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ চরিত্র বলে চিহ্নিত করেছেন।

The House of Bernarda Albe নাটকটি ১৯৩৬ সালে লেখা। এই নাটকটি আঙ্গিকগত সবচেয়ে নিখুঁত। এই নাটকে কোনো পুরুষ চরিত্র নেই। সকলেই নারী। কিন্তু মঞ্চে একবার না এসেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকে যায় এক নায়ক পঁচিশ বছরের .Pepd el Remano। এই নাটকে প্রতিটি চরিত্র বলিষ্ঠভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। প্রতিটি চরিত্রই রক্তমাংসের বাস্তব। পাঁচ মেয়ে ও তাদের উদ্ধত, ক্ষমতাপ্রিয়, গর্বিত মা -ই শুধু নয়, পরিচারিকা পন্সিয়া এবং আশি বছরের এক বৃদ্ধা মারিয়া যোশেফা-ও। মৃত্যুর থমথমে পরিবেশে নাটকের সূচনা। নাটকের শেষেও মৃত্যুর বিষাদে ভয়ংকরভাবে আচ্ছন্ন পরিবেশ— কিন্তু চোখের জল ফেলার উপায় নেই। গৃহকত্রী বার্নার্ডার নিষ্ঠুর ঘোষণা: '...Don't cry, If you want to cry, get under your bef'। এটা ছিল স্বামীর মৃত্যুর পরে মেয়েদের শোক প্রকাশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। ছোটো মেয়ের স্বেচ্ছামৃত্যুর পরে বার্নার্ডার একই ধরনের উক্তি: 'I want no weeping, Death must be looked at face to face...Tears when you're alone!' বরফের মতো শীতল এই পরিবেশে বার্নার্ডার অনুশাসন শৃঙ্খলা অ্যাডেলার মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জয়ের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু মৃত্যু আরও একবার জীবনের সপক্ষে ভালোবাসার দিকে দাঁড়ায়। প্রথম অঙ্কে বার্নাডা নিজের পরিচয় ঘোষণা করে চূড়ান্ত নীতিপরায়ণ উদ্ধত এক অভিভাবকের স্বরে : 'In This house you'll do what I order...Needle and thread for women'।

স্বামীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোকপর্বকাল হিসাবে চিহ্নিত হয় আট বছর। আর সেই সময় বার্নাডার সংসারে আলো ঢুকবে না। জানলা দরজা বন্ধ থাকবে, বাইরের বাতাস আসবে না। ছোটো মেয়ে অ্যাডেলা ছাড়া আর সবাই এসব মেনে নেয় নির্বিবাদে। অ্যাডেলা চায় নিরানন্দ গানহীন বিবর্ণ রক্তহীন প্রেমিকহীন এই সংসারের নরক থেকে মুক্তি। জীবন তাকে টানে, সমুদ্রের বাতাস তাকে ঘরের বাইরে আসার আমন্ত্রণ জানায়। রাতের সৌন্দর্যে মাঠ থেকে আসা মিষ্টি বাতাসে সে আত্মহারা। আর তাই বার্নার্ডার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে নিজেই নিজের প্রেমিক নির্বাচন করে। বোনেরা উন্মাদের মতো তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সে দুঃসাহসী। অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, ক্ষমতাবিলাসী বার্নার্ডার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নেয়। ভালোবাসবার সাহস তাকে দুর্জয় করে তোলে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। দৃপ্ত ভঙ্গিতে গোষণা করে : 'Pepe is mine. He'll carry me to the rushes along the river bank...No one but pepe commands me!' কিন্তু অ্যাডেলা একেবারেই একা নয়। এই নাটকে আরও একজন আছে, জীবনের আলো - আনন্দ - উচ্ছলতার স্বর্শ পেতে উৎসুক— বার্নার্ডার মা মারিয়া যোশেফা। প্রথম অঙ্কের শেষে তার চীৎকার। 'I want to get away from here' দীর্ঘক্ষণ আমাদের মনে থাকে। 'To get married by the shore of the sea'– আমাদের চিনিয়ে দেয় মানবসত্তার চিরজীবিত রূপকে। আশি বছরের বুড়ি, বান্দিনী, সেও খোঁজে সত্যিকারের পুরুষ। যে এই নরকের অন্ধকার সে ভেঙে ফেলবে। তার মধ্যেও স্বপ্ন আছে, সে চায় : 'I like houses, and the neighbour women asleep in their beds with their tiny tots'। একটি মেষশিশুকে নিয়ে যোশেফার গান, হাসি, কান্না শ্বাসরোধী প্রাণহীন একটি পরিবারের নির্দয় জীবনবিধির বিরুদ্ধে যোগ্য ধিক্কার। বেথেলহেমের সেই মানবশিশুর কথাও তার গানে এসে গেলে প্রেমহীন এক নৈরাজ্যের অসুস্থতার আবহ আরো ভয়ংকরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

সামাজিক সংস্কারের চূড়ান্ত নির্মমতার আরও একটি ছবি ফুটে ওঠে পন্সিয়া কথিত একটি গল্পে। গল্পটি আমরা শুনেছি নাটকের দ্বিতীয় অংকে। যেখানে বার্নার্ডার পরিচারিকা পনসিয়া পাশের বাড়ি এক কুমারী জননীর কথা আনে। লিব্রাডার মেয়ে লোকনিন্দার ভয়ে তার সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা ক'রে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেয়। লিব্রাডার মেয়ের হৃদয়হীনতা, বর্বরতার কাহিনী ফাঁস করে দেয় একটি কুকুর। লোরকার কলমে ব্যঙ্গ ঝলসে উঠেছে : 'the dogs, with more heart than most Christians, dug it out and, as though directed by the hand of God, left it at her door.' লিব্রাডার মেয়ে এবার সমাজের কাঠগড়ায়। শত শত মানুষ তাদের বাড়িতে এসেছে। লিব্রাডার মেয়েকে তারা এবার মেরে ফেলবে। অ্যাডেলা এর হত্যা চায় না। লিব্রাডার মেয়েকে প্রতিবেশিরা মেরে ফেলতে চাইছে। অ্যাডেলা এ মৃত্যু চায় না। অ্যাডিলা মুক্তি চায়। বন্দীত্ব থেকে মুক্তি। বার্নার্ডার নরক থেকে মুক্তি। এই নাটক শুধু বার্নাডার আর অ্যাডেলার সংঘাতের নাটক নয়। অ্যাঙ্গ অসটিয়াস আর ম্যাগজালেনা, মারটিরিও আর অ্যাজেলার মধ্যেও সংঘাত আছে। পরস্পরকে ইর্ষা, হিংসার কোনো সীমা নেই। হাত -পা - বাঁধা মানুষগুলো। অভ্যাসের বাইরে বেরোনোর কোনো উপায় নেই। সংস্কারের শক্ত রজ্জুতে বাঁধা বার্নার্ডার মেয়েরা। কতদিন আগে লেখা এই নাটকের দুটি সংলাপ, অভিশাপগ্রস্ত দুই কন্যার মুখ দিয়ে বলে দেন লোরকা, আমরা শুনতে পারি— দ্বিতীয়

দৃশ্যে অ্যামেলিয়া বলছে : 'To be born a woman's the worst possible punishment'.' এই কথায় সায় দিয়ে মেজো মেয়ে ম্যাগডালেনা বলেন : 'Even our eyes aren't our own'.

অ্যাডেলা উপলব্ধি করতে পারে অন্ধকারের ভয়ালতা। কিন্তু অন্য বোনেদের মত সে অসহায় ভাবে না নিজেকে। বার্নার্ডাকে রঙিন হাতপাখা দেয়। শোকপর্বে এই রং বার্নার্ডার কাছে অসহ্য, সে চায় কালো। অ্যাডেলা সবুজ পোশাকে ঘুরে বেড়ায় বার্নার্ডার ইচ্ছেকে অগ্রাহ্য ক'রে। তার মধ্যে আছে না-মানার ব্রত। ভালোবাসার সাহস তাকে রঙিন করে তুলেছে, তাকে দিয়েছে এক অচেনা দীপ্তি। যখন সে জানে তার প্রেমিককে বার্নার্ডা গুলি করে মেরেছে তখন সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বার্নার্ডার নিয়মনীতি বদলাতে পারল না। বার্নার্ডা চাইত তার মেয়েদের জীবনে পুরুষ আসবে না। ঘর থেকে কোনো মেয়ে বাইরে বেরোবে না। তার বানানো নিয়ম ভাঙতে উদ্যত হয়েছিল অ্যাডেলা, সেই পারত, কিছুটা পেরেছিল। কিন্তু এখন সে নিহত। অতএব তৃপ্তির সঙ্গে স্বস্তির চাপা আনন্দ মেশানো গলায় বার্নার্ডা বলতেই পারে : 'My daughter died a virgin. Take her to another room and dress her as though she were a vigin'.

Blood Wedding নাটকের নায়িকা বিয়ের রাতে লেওনার্ডোর সঙ্গে বিয়ের আসর থেকে চলে আসে। কনের পিছনে ছোটে বরের ঘোড়া। এই নাটকে লেওনার্ডো ছাড়া সবকটি চরিত্র নামহীন। মা, কনে, শাশুড়ী, লেওনার্ডোর স্ত্রী, বর, কনের বাবা এইরকমভাবে চরিত্রগুলি চিহ্নিত। বর ও লেওনার্ডোর মৃত্যু হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে। নাটকের প্রথমে মা বরকে বলেছিল : 'I don't like you to carry a knife'— নাটকের শেষ দৃশ্যে মা বলছে : 'with a knife/ with a little knife/ on their appointed day, between two and there /these two men killed each other for loce'। এই নাটকে সামান্য ছুরিটাই যেন ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ছোট্ট জিনিসটাই যে কোন মুহূর্তে রক্তের খরস্রোত সম্পূর্ণ শান্ত করে দিতে পারে। কিন্তু কনে কেন ঐভাবে চলে গেল? এখানেও সেই এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। দুই পুরুষের টান। প্রবল টানে, সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার মতো লেওনার্ডোর সঙ্গে ঘর ছাড়ল, আত্মীয়স্বজন সমস্ত কিছু। আনন্দলগ্নে বেজে উঠল বিষাদের সুর। কিন্তু কনের কিছু করার নেই। সারাক্ষণই টানছে, এমন কি সে যুদি বুড়ী হয়ে যেত তাহলেও লেওনার্ডো তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে যেত। এক অদ্ভুত নারীর ছবি এঁকেছেন লোরকা। যে বলেছে 'I was a woman burning with desire, full of sores inside and out'. লেওনার্ডো নিজেকে দোষী মনে করে না। 'It isn't my fault/ the fault is the earth's'।

কনে লেওনার্ডোকে এক সময় তার বংশগৌরবের কথা বলেছিল। তার সম্মান আছে আর সেই জন্যই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে। সে স্বামীকে ভালোবাসবে। স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নেবে। কিন্তু সে মনে মনে ছিল শঙ্কিত। লেওনার্ডোর প্রতি তার টান ছিল হৃদয়ের ভালোবাসার। সম্পূর্ণ ভালোবাসা। তাই বিয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে নিতান্ত ভয় পেয়েই যেন বরকে বলেছিল : 'I want to be your wife right now so that I can be with you alone, not hearing any voice but yours'। কনে জানত তাকে টানছে অন্য এক পুরুষ। ঘোড়া নিয়ে এসেছে সে। তাকে আজ চলে যেতেই হবে।

'ব্লাড ওয়েডিং' নাটকে মায়ের চরিত্রটি সবচেয়ে নাটকীয়। বারবার মৃত্যু দেখেছে। স্বামী, সন্তান আগেই নিহত। এখন একমাত্র জীবিত সন্তানকেও দেখল অসহায়ভাবে মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে। কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই মায়ের চোখে। যেন সব কিছু তার জানা। যা ঘটে নি কিন্তু ঘটবে, তাও। তৃতীয় অংকের অন্তিম দৃশ্যে ময়ের সংলাপ : 'I want to be here. Here, In peace. They are all dead now : and at midnight I'll sleep, sleep without terror of guns or knives'। রক্তপাত দেখে দেখে ক্লান্ত এক মানুষ এবার শান্তি পাবে। জীবন জুড়ে শুধু হত্যা আর হত্যা। মৃত স্বামী ও সন্তানদের স্মৃতির পাহারা এড়িয়ে ঘুম কিভাবে আসবে মায়ের চোখে? প্রতিবেশী মহিলাদের কান্না থামিয়ে দেয়। নিজেও কাঁদে না। ঘরে ফিরে এসে কনে কান্না শুরু করে। মা বলে ঘরে নয় দরজার বাইরে গিয়ে কাঁদতে। এই শান্তিই কি মায়ের কাঙ্ক্ষিত ছিল? জীবনের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মানুষ কি এই নারী? না, তাহলে ছেলের ভবিষ্যৎ, ছেলে সহধর্মিনী, ছেলের সন্তানসন্ততিদের কল্পনায় তার চোখে তীব্র খুশি ঝিলিক দিল যেন?

লেওনার্ডো সাহসী, শক্তিমান। তাকে বিশ্বাস করে নি মা। মা চেয়েছিল লেওনার্ডো যেন না আসে বিবাহসভায়। কিন্তু এসেছিল। লিওনার্ডোকে বিশ্বাস নেই। লেওনার্ডোর রক্তে খুনীর রক্ত বইছে। তার স্বামী, ছেলেকে হত্যা করেছে ও পূর্বপুরুষেরা। মা সেকথা জানে। ভুলতে পারে না। মা ভুলতে পারে না তার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু কনে যখন অকপটে তার সংকটের কথা বলে, তার অসহায়তার কথা বলে তখন মা ভুলে যায় কনের অপরাধ। নাটক শেষ— হয় এক শূন্যতার মধ্যে। মা, কনে, লেওনার্ডের স্ত্রী সবাই একসঙ্গে বসে। এক ভয়ংকর দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করে—মৃত্যুর মিছিল, এক জোড়া টাটকা ফুলে মৃত্যু— 'Two men like two beautiful flowers'

লোরকার নাটকে বারবার এসেছে মৃত্যু। তীব্র ভালোবাসা আর তীক্ষ্ণ ঘৃণা— লোরকার নাটকের এই দুটি মুখ বারবার সঞ্জীবিত হয়েছে সংলাপের কবিতায়। বারবার কবিতা দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছে জীবনের মূক ও মুখর মুহূর্তগুলি। একদিকে জীবনের আনন্দ জীবনের সংগ্রাম অন্যদিকে মৃত্যুর দুর্বিষহ অন্ধকার। ছন্দের নাটকীয়তায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে ধুলোমাখা, রুক্ষ, পাথুরে জীবনের পরিণাম। ভালোবাসায়, সংগীতে, সৌন্দর্যে সবাক মানুষের যুদ্ধ কখনও অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে কখনও অচেনা সংস্কারের বিপক্ষে। যেহেতু সমস্ত মহৎ নাট্যকারই প্রথম শ্রেণীর কবি সেহেতু লোরকার নাটকেও কবিতা এসেছে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে। নাটকীয় উৎকণ্ঠার চরমক্ষণেও কবিতা এসেছে সাবলীলভাবে। সংলাপের বাস্তবতা আর কল্পনার সূক্ষ্মতার সুদক্ষ মিশ্রণে তৈরি হয়েছে লোরকার নাটক। যে নাটক পাঠ ক'রে আমরাও পেতে পারি আবিষ্কারকের আনন্দ, অনুভব করতে পারি নতুন দেশ খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনা। কলকাতার থিয়েটার কবে যে লোরকাকে আনবে!